গতকাল (সোমবার) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত মিছিলের একাংশ —ইত্তেফাক

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সমাবেশ ও মিছিল

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিগণ তাহাদের দাবী পূরণের আহ্বান জানাইয়াছেন। গতকাল সোমবার টিএসসি মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত শিক্ষকদের সমাবেশে বলা হয়, সরকারী পর্যায়ে শিক্ষকদের দাবীসমূহ যৌক্তিক ঘোষণার পরও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় সমাবেশে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলা

(১২শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষকদের সমাবেশ ও মিছিল

(১ম পৃঃ পর)

হয়, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকিলে সরকার শিক্ষকদের দাবী দাওয়ার ব্যাপারে নীরব থাকিতে পারিতেন না।

প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলরকে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন পুনরায় তাহাদের তিনদফা দাবী অবিলম্বে বাস্তবায়নের আহ্বান জানাইয়াছে। বলা হইয়াছে, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গঠিত ১৫ সদস্যের কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো যুক্তিযুক্ত বলিয়া যে সর্বসম্মত সুপারিশক করিয়াছিলেন, সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে তাহা কার্যকর করিতে হইবে।

আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী হিসাবে আগামী ২০শে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পুনরায় ক্লাশ-বর্জনসহ প্রশাসনিক সকল প্রকার কাজ হইতে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। কে, এ, এম সাদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তাগণ বলিয়াছেন, শুধু অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য শিক্ষকেরা এই আন্দোলন করিতেছে না তাঁহারা সকল অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারী ব্যয় সংকোচের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার দাবী করিয়া আসিতেছেন। ইহাছাড়া, দেশের বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থারও অবসান ঘটাইতে হইবে। সমাবেশশেষে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী শিক্ষকদের একটি মৌন মিছিল সকাল সাড়ে এগারটায় বঙ্গভবন অভিমুখে যাওয়ার পথে বঙ্গভবনের কাছে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতির সামনে পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রায় ২০ মিনিট পর শিক্ষকদের বঙ্গভবনের সামনে ফুটপাতে অবস্থান ধর্মঘটের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলরকে স্মারকলিপি পেশ করার জন্য একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিলে জানা যায়, প্রেসিডেন্ট ১৫ মিনিট আগে বঙ্গভবন ত্যাগ করিয়াছেন। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার হাতে স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে। ইহার পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের এক জরুরী সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জরুরী পরিস্থিতিতে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ঢাকার ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন ফেডারেশন সদস্য ও ফেডারেশনের মহাসচিব সমন্বয়ে একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সভায় ৩০শে এপ্রিল টি,এস,সিতে একটি জাতীয় সেমিনার ও পরে একটি জাতীয় মহাসমাবেশ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।